4

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 15 JUN 1995 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

কৃষি কলেজসমূহের প্রশাসনিক ও একাডেমিক ব্যবস্থা প্রসঙ্গে

শেরে বাংলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঢাকা কৃষি কলেজ কৃষি শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর এই গুরু দায়িত্ব পড়ে। বর্তমানে ঢাকা, পটুয়াখালী ও দিনাজপুরে তিনটি কৃষি কলেজ রয়েছে। এগুলোর প্রশাসনিক ও আর্থিক দিক নিয়ন্ত্রণ করে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট এবং একাডেমিক বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। কৃষি কলেজগুলোর ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বলা হয়েছে। আমার প্রশ্ন হলো, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোর মূল কাজই হচ্ছে শিক্ষা, কৃষি গবেষণা, সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ। এক্ষেত্রে কৃষি কলেজগুলোর মূল কাজই নিয়ন্ত্রণ করে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি ভর্তির মূল শর্তও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ দেয়া হয়েছে। তবে কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত কেন বলা হবে? ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পৃক্ততার বিন্দুমাত্র চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়নি। কৃষি কলেজগুলোর প্রশ্ন, সিলেবাস, পরীক্ষা এমনকি সার্টিফিকেট পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে হয়ে থাকে। একজন কৃষিবিদের সার্টিফিকেট দেখে বুঝার কোন উপায় নেই, সে কৃষি কলেজের ছাত্র ছিল। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামই লেখা থাকে। এতে ডিগ্রির গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদা বৃদ্ধিই পায় বটে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নিতে এত অনীহা কেন? আর তাই, কৃষি কলেজগুলোর নিয়ন্ত্রণভার কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট নয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রিত বলা উচিত এবং এ প্রশ্নের সুরাহা কাম্য।

কৃষি প্রকৌশলী
নিয়াজউদ্দিন পাশা
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,
ময়মনসিংহ।